19-3-54

শ্রীমতি পিক্‌চার্সের
নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

নব বিধান

শ্রীমতি পিকচার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

নববিধান

প্রযোজনা : কানন ভট্টাচার্য্য

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **হরিদাস ভট্টাচার্য্য**

অতিরিক্ত সংলাপ : সজনীকান্ত দাস
আলোক-চিত্র পরিচালনা : জি কে মেহ্‌তা
প্রধান সহকারী : সর্ব্বেশ্বর শেঠ
শিল্প-নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস
মঞ্চ নির্ম্মাণ : পুলিন ঘোষ
স্থির-চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

গীতরচনা : প্রণব রায় ও সজনীকান্ত দাস
শব্দ-যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
সঙ্গীত পরিচালনা : কমল দাশগুপ্ত
সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী
রূপ-সজ্জায় : মদন পাঠক
রসায়নাগারিক : আর বি মেহ্‌তা
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী

প্রচার পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

সহকারী :

পরিচালনায় :
শচীন মুখার্জ্জি, দিলীপ মুখার্জ্জি
ও তরুণ মজুমদার
আলোক-সম্পাতে : পৃথিশ চৌধুরী
ও কেনারাম হালদার

রূপ-সজ্জায় : জামাল
শব্দ-যোজনায় : অনিল কুমার নন্দন
সম্পাদনায় : তপেশ্বর প্রসাদ
আলোক-চিত্রে : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : কমলেন্দু দাশগুপ্ত

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে রীড্‌স্‌ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

: রূপায়ণে :

কানন দেবী : কমল মিত্র : মঞ্জু দে : জহর গাঙ্গুলী : জীবেন বসু
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য : মাষ্টার বিভু : শিশির চট্টো : গঙ্গাপদ বসু : মীরা রায়
ননী মজুমদার : ছবি ঘোষাল : খগেন পাঠক : কালী ব্যানার্জ্জি : সুশীল
সরখেল : সুনির্ম্মল রায় : শিবানী মুখার্জ্জি : বেঞ্জামিন : নগেন কুণ্ডু প্রভৃতি।

পরিবেশক - নারায়ণ পিকচার্স লিঃ

গল্প

বিলিতিয়ানার অন্ধ অনুকরণে এবং বেহিসেবী ব্যয়ের ধাক্কায় স্বামীর আর্থিক বনিয়াদে বড় রকমের ফাটল ধরিয়ে অধ্যাপক শৈলেশ ঘোষালের স্ত্রী যখন হঠাৎ মারা গেলেন, তখন তার আট-ন' বছরের ছেলে সোমেনকে দেখাশোনা করার মতো কোন লোক সত্যি-সত্যিই আর রইল না। অধ্যাপক নিজে এসব ব্যাপারে আনাড়ি; মাসান্তে বারো শ' টাকা মাইনে এনে ঘরে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ তার জানা ছিল না। সুতরাং, চাকর-বাকরদের হাতে পড়ে সংসারটা হয়ে দাঁড়াল পাল-ছেঁড়া নৌকোর মত,—বাইরের দেনা আর বাড়ীর বিশৃঙ্খলার ঝাপটায় বিপর্য্যস্ত।

এই সূত্র ধ'রেই শৈলেশের বোন বিভা, তা'র ব্যারিষ্টার-স্বামী ক্ষেত্রমোহনের সমস্ত বক্রোক্তি উপেক্ষা ক'রে, মামাতো ভাই ভূতোর সাহায্যে নূতন বিয়ের আয়োজন করতে লেগে গেল। এবং এরকম ক্ষেত্রে শৈলেশের দিক থেকে যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটা উচিত, অর্থাৎ প্রথমে মৃদু প্রতিবাদ ও পরে সলজ্জ সম্মতিদান, — তা' সবই ঘটল।

কিন্তু সেদিন শৈলেশের সান্ধ্য আড্ডায় এই নতুন বিয়ের কথা উঠ্‌তেই দিগ্‌গজ নামে একটি বেরসিক আধ-পাগলা লোক উত্তেজিত হ'য়ে শৈলেশকে প্রশ্ন করে বসল : একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে খেলেন, আবার বিয়ে ?

একটা বৌকে তাড়ালেন !!! কথাটা বজ্রপাতের মত আড্ডার আর সবাইকে চমকিত ক'রে তুল্‌ল। তবে কি শৈলেশ আগেও একবার বিয়ে করেছিল নাকি ?

অপ্রতিভের মত শৈলেশ স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে বহুদিন আগে নন্দীপুর গ্রামের

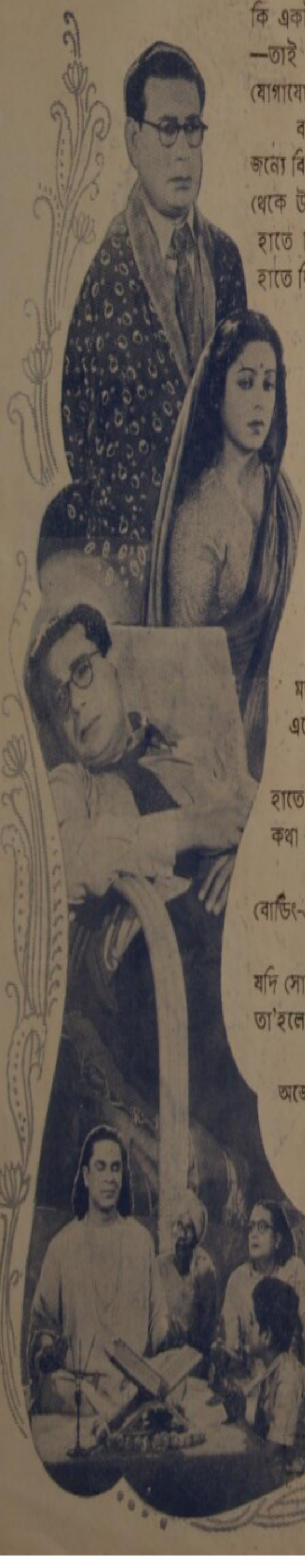

উমেশ ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে উষার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কি একটা ব্যাপার নিয়ে তার বাবার সঙ্গে শ্বশুর-মশায়ের ঝগড়া হ'য়ে যায়। তা ছাড়া উষা ছিল পাগল —তাই তাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে দু'ই পক্ষের মধ্যে আর কোন যোগাযোগ নেই।

বন্ধু-বান্ধবেরা শৈলেশের কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না। তাই বন্ধু-মহলে মান বাঁচাবার জন্যে বিভার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা ক'রেও সে তার মামাতো ভাই ভূতোকে পাঠিয়ে দিল নন্দীপুর থেকে উষাকে নিয়ে আসতে। সেই সঙ্গে আলমারীতে একমাসের মাইনে রেখে তার চাবিটা ভূতোর হাতে দিয়ে সে নিজে পালিয়ে গেল এলাহাবাদে। ভূতোকে ব'লে গেল, উষা যদি আসে চাবিটা তার হাতে দিতে। আর বিভাকে খবর পাঠিয়ে দিল যে, সে যেন এসে সোমেনকে তার কাছে নিয়ে যায়।

উষা আসার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার অযত্ন-লালিত সংসারের চেহারা আমূল বদলে গেল। নিজের হাতে সে ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে, দেনার হিসেব নিয়ে, চাকর-বাকরদের মাইনে চুকিয়ে ঘোষাল-পরিবারের এতদিনকার বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে বেঁধে দিল। সোমেনকে নিয়ে যেতে এসে বিভা অবাক হয়ে দেখল যে, সে তার নতুন মাকে ছেড়ে যেতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। উষার শান্তস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের কাছে বিভার উগ্র আভিজাত্যের অভিমান বার বার ঠোকর খেয়ে ফিরে এল।

এদিকে এলাহাবাদ থেকে বেশ কিছুদিন পরে ফিরে এসে গৃহস্থালীর এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখে শৈলেশ শুধু বিস্মিতই হ'ল না,—বুঝতে পারলো এতদিনে সত্যিই সে শান্ত, নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছে।

কিন্তু বিভা এত সহজে ক্ষান্ত হ'ল না। প্রতিদিন শৈলেশকে সে শোনাতে লাগলো যে উষার মত কুসংস্কারগ্রস্তা, গাঁয়ের মেয়ের হাতে প'ড়ে ঘোষালবংশের একমাত্র বংশধর সোমেনের ভবিষ্যত একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে।

দুর্বলচরিত্র শৈলেশের মনে কথাগুলো একটু একটু করে দাগ কাটতে সুরু করল। একদিকে উষার হাতে সংসারিক শান্তির আশ্বাস পেয়ে এবং অন্যদিকে বিভার কাছে সোমেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার কথা শুনে সে উভয়-সঙ্কটে পড়ে গেল। মাঝে মাঝে উষাকে এ নিয়ে আঘাত করতেও ছাড়লনা।

অবশেষে একদিন বিভার তীক্ষ্ণ বাক্যবানে উত্তেজিত হ'য়ে শৈলেশ ঠিক করল যে সোমেনকে সে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেবে।

ভূতোর মুখে খবরটা পেয়ে উষা পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে গেল। তার মনে হ'ল যে তার উপস্থিতি যদি সোমেনের এ বাড়ীতে থাকার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বামীর সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করে,—তা'হলে তার চলে যাওয়াই ভলো।

কিন্তু যে সংসার তাকে সহস্র মায়ার বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে,—তার উপেক্ষিত নারীত্বকে দিয়েছে মাতৃত্বের অজেয় সম্মান—তার হাত থেকে মুক্তি চাইলেই কি পাওয়া যায়?

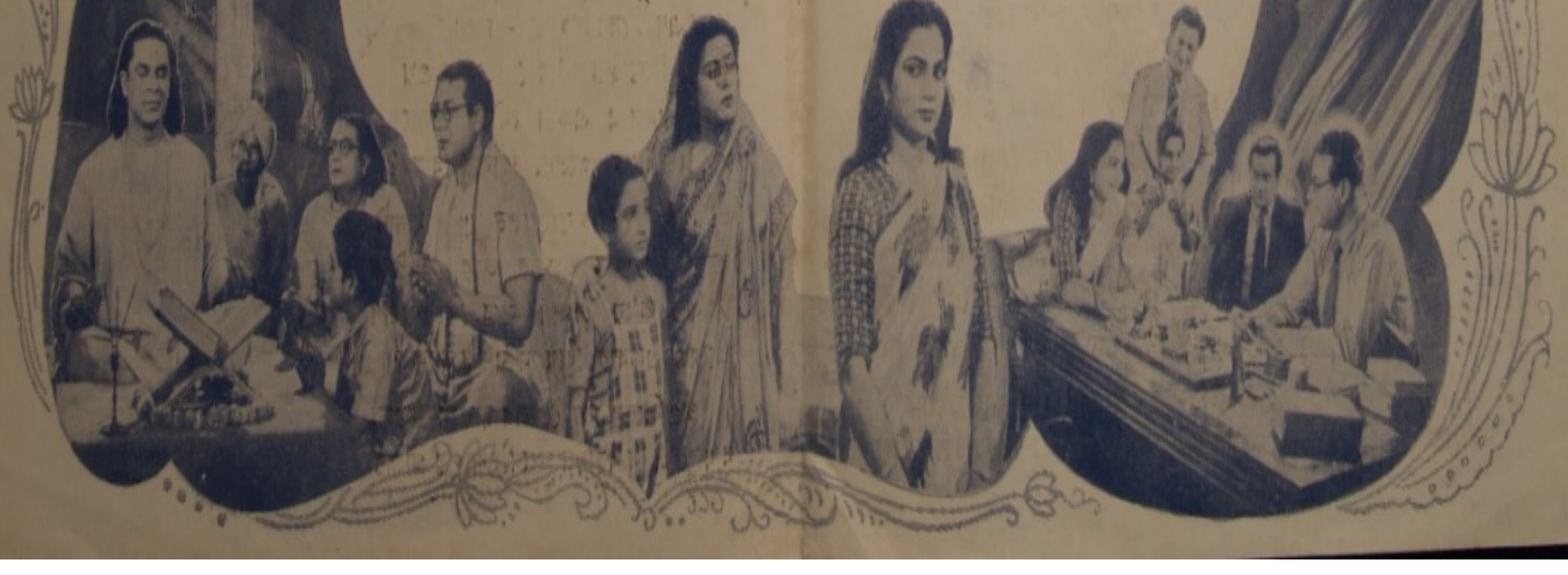

গান

● উষার গান ●

হে ভবরঞ্জন নিত্যনিরঞ্জন সঙ্কটতারণ শ্রীহরি নমঃ।
অন্তরে বিরাজিছ নিত্য প্রভু,
ক্ষণেক ভ্রান্তিবশে ডাকি হে তবু,
হে মনমোহন দাও মোরে দরশন,
আশ্বাসে জয় কর পরাণ মম। শ্রীহরি নমঃ।
তুমি বিশ্ববিমোহন শ্যাম
তুমি নয়ন অভিরাম রাম
তুমি শ্যাম প্রভু, তুমি রাম প্রভু
তুমি সকল পাপহর নাম প্রভু
হে ভবরঞ্জন নিত্যনিরঞ্জন সঙ্কটতারণ শ্রীহরি নমঃ।

রচনা—সজনীকান্ত দাস

● উষার গান ●

(আমি) খুজে বেড়াই তাকে।
জনম জনম সেধে সেধে
বাজাতে চাই সুরে বেঁধে
মাটির যন্ত্রটাকে।
(সুরে) সুরে বেঁধে আর সেধে সেধে
আমি বাজাতে চাই,
(বঁধু) তোমারি লাগিয়া—এ নিশি জাগিয়া
সেধে সেধে আমি বাজাতে চাই—
মাটির যন্ত্রটাকে।
খুঁজে বেড়াই তাকে॥
এ দেহ মোর হয়নি বীণা, তাই বাজে না সুরে
আঘাত পেয়ে কেঁদে কেঁদে কাঁদায় যে বন্ধুরে।
জগৎজোড়া অন্ধকারে বন্ধু কোথায় থাকে—
(আমি) খুঁজে বেড়াই তাকে॥

রচনা—সজনীকান্ত দাস

● উষার গান ●

হারিয়ে গেছে ব্রজের গোপাল
মায়ের আঁচল থেকে।
তাই মা যশোদা বিশ্বভুবন
বেড়ায় শূন্য দেখে॥
কোথায় গেল নন্দ-দুলাল,
কোথায় সে আনন্দ-দুলাল,
মায়ের স্নেহ সপ্তলোকে
ফেরে ডেকে ডেকে।
গোপাল-হারা মায়ের প্রাণে
সান্ত্বনা আর কেউনা আনে
মায়ের প্রাণে শান্তি যে নাই
কোথাও তারে রেখে॥

রচনা—প্রণব রায়

● অবিনাশের গান ●

ওগো শ্যাম রায় দিন চলে যায়—
তুমি তো এলে না প্রাণে।
(তব) চরণ নূপুর বাজে রুনু ঝুনু
শুনেও শুনি না কানে॥
জগৎ জুড়ে বাজে নূপুর—
রঙ্গে রসে বাজে মধুর—
উছলে পড়ে চৌদিকে সুর
তবুও মন না মানে।
শুনেও শুনি না কানে॥

রচনা—সজনীকান্ত দাস

● উষা ও অবিনাশের গান ●

উষা : এই মাটির খেলাঘরে।
কভু হেথায় রং মুছে যায়—
কভু যে রং ধরে॥
এই জীবনে দুঃখ আসে,
বৈশাখেরি মত,
শুষ্ক হৃদয় কেঁদে মরে
তৃষায় অবিরত।
অবিনাশ : (সেই) দুখের মাঝে দয়াল প্রভুর
সান্ত্বনা যে ঝরে।
এই মাটির খেলাঘরে॥
উষা : ঋতুর পরে ঋতু আসে
এই মাটির খেলা ঘরে
যবে শীতের ঝরাপাতার মত
ঝরে সকল আশা,
গান-হারানো পাখীর মত
ফুরায় সুখের ভাষা।
অবিনাশ : (দেখি) শূন্য শাখায় বসন্ত যে
কুসুম ফোটায় পরে।
এই মাটির খেলাঘরে॥
উষা : ঋতুর পরে ঋতু আসে
এই মাটির খেলাঘরে॥
অবিনাশ : আনন্দ আর আঘাত যাহার
একই হাতের দান,
(ওরে) মাটির পুতুল তার পরে তোর
কিসের অভিমান!
উষা-অবিনাশ : সে যে এই ধরণীর পুতুল খেলায়
দৃশ্য বদল করে।
এই মাটির খেলাঘরে॥

রচনা—প্রণব রায়

পরবর্তী চিত্র-আকর্ষণ !

দীপ্তি রায়
ছবি বিশ্বাস
অরুন্ধতী
কমল মিত্র
গঙ্গাপদ বসু
প্রভৃতি
অভিনীত

শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

পরিচালনা :
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সুর : **অনিল বাগচী** ● আলোক চিত্র : **দেওজীভাই**

—পরিবেশক—

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩

☆

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।